দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকের অভাবে আইন বিভাগে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

শিক্ষকের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়তিমত-ভাবে ক্লাস হচ্ছে না।

প্রতিদিন সকালে আইন বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এনেক্স ভবনের একতলায় এসে তীর্থের কাকের মত বসে থাকে যদি একটা ক্লাস হয়। অধিকাংশ দিন কোন ক্লাস হয় না। ছাত্রছাত্রীরা সকালে আসে, আড্ডা দেয়, বাদাম খায়, চা-সিঙ্গারা খায়, তারপর আবাসস্থলে চলে যায়।

জানা গেছে, আইন বিভাগে এখন পূর্ণকালীন শিক্ষকের সংখ্যা ১২ জন। এদের মধ্যে ২ জন শিক্ষক বৃত্তি নিয়ে ৪২ মাসের জন্য ইংল্যান্ড চলে যাচ্ছেন শিক্ষা ছুটিতে। পূর্ণকালীন শিক্ষক ছাড়া বিভাগে এখন ৪ জন খন্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন। ২ জন খন্ডকালীন শিক্ষককে ১ জন পূর্ণকালীন শিক্ষকের সমান ধরা হয়।

আইন বিভাগে এখন ১০টি শিক্ষকের পদ খালি আছে। গত বছর বিভাগের সমন্বয় উন্নয়ন কমিটি (বিভাগের এক-তৃতীয়াংশ সিনিয়র শিক্ষক নিয়ে এ কমিটি গঠিত) ৩টি খালি পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করে। নিয়ম অনুযায়ী কোন বিভাগের সমন্বয় উন্নয়ন কমিটি নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করার পর উপাচার্য নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য আদেশ দেন। কিন্তু আইন বিভাগের সমন্বয় উন্নয়ন কমিটি নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনি-রুজ্জামান মিঞা নতুন শিক্ষক নিয়োগ করছেন না।

এদিকে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষকের অভাবে পরীক্ষার হলে ডিউটি দেবার জন্য শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন বর্ষের টার্ম, টিউটোরিয়াল এবং বার্ষিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বন করলে তা সনাক্ত করার কেউ নেই। এ ব্যাপারে আইন বিভাগ থেকে বার বার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখা সত্ত্বেও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এছাড়া পর্যাপ্তসংখ্যক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানও নীচে নেমে গেছে। এবার বি,সি,এস জুডিশিয়াল সার্ভিসের পরীক্ষায় ২০টি খালি পদের মধ্যে ১৪টা পূরণ করা হয়েছে। এই ১৪টার মধ্যে আইন বিভাগের ছাত্ররা মাত্র ৫টি পদ পূরণ করেছে। অথচ অন্যান্য বছর বি,সি,এস জুডিশিয়াল সার্ভিসের পরীক্ষায় শতকরা ৯০ ভাগ পদই অধিকার করেছেন আইন বিভাগের ছাত্ররা।

উল্লেখ্য, নিয়মিতভাবে ক্লাস নেবার দাবিতে কয়েকমাস আগে আইন বিভাগের ছাত্ররা মিছিল ও সমাবেশ করে। কিন্তু ছাত্রদের দাবি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে ক্লাস নেবার জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগের কোন উদ্যোগ না নিয়ে আইন বিভাগের ডীন মিছিলকারী ছাত্রদেরকে শোকজ নোটিশ দেন।